দৈনিক ইত্তেফাক

DEC. 01 2001

ঢাকা ভার্সিটির শিক্ষক সমিতির নির্বাচন ১১ ডিসেম্বর ॥ লবিং-গ্রুপিং শুরু

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নির্বাচনকে ঘিরে শিক্ষকদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং লবিং-গ্রুপিং শুরু হয়েছে। আগামী ১১ ডিসেম্বর শিক্ষক সমিতির কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় নির্বাচনের পর শিক্ষক সমিতির এই নির্বাচনের ফলাফলে দেশের বর্তমান রাজনীতিতে বিরাট প্রভাব ফেলবে বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকগণ মনে করেন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমর্থিত শিক্ষকদের নীল দল বিএনপিপন্থী শিক্ষকদের সাদা দল এবং বাম সমর্থিত শিক্ষকদের গোলাপী দল অংশ নিবে। সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ, সাধারণ সম্পাদক, যুগ্ম-সম্পাদক এবং সদস্যসহ মোট ১৫টি পদে নির্বাচন হবে। ৩ ডিসেম্বর নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমাদানের শেষদিন এবং মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন ধার্য করা হয়েছে ৪ ডিসেম্বর সন্ধ্যা ৭টা। মোট সাড়ে ১২ শত শিক্ষক নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন।

নির্বাচনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ অন্যান্য পদের প্রার্থী নির্বাচনের জন্য ৩ গ্রুপের শিক্ষকরা ইতিমধ্যে কয়েকবার ঘরোয়া বৈঠক করলেও তা চূড়ান্ত হয়নি। অনুষদগুলো থেকে কয়েকজনের নাম প্রস্তাব করে নিজ নিজ দলের নেতৃস্থানীয় শিক্ষকদের নিকট পাঠানো হয়েছে বলে জানা যায়। দু'একদিনের মধ্যেই প্রার্থী চূড়ান্ত হবে। প্রার্থী পছন্দ-অপছন্দ নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে সর্বত্র চলছে আলোচনা, সমালোচনা। প্রত্যেক দলই অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং মেধাবী শিক্ষকদের (১৪ পৃঃ ১-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা ভার্সিটি

(৩য় পৃঃ পর)

নির্বাচনে দাঁড় করাতে পারেন বলে সূত্র জানায়। আওয়ামী লীগপন্থী শিক্ষকদের নীল দলে অধ্যাপক মেজবাহ উদ্দীন আহমেদ, ডঃ সুলতানা সফি, অধ্যাপক এজেড এম নওশের আলী খান, অধ্যাপক হারুনুর রশীদ, অধ্যাপক আ, আ, ম, স, আরেফিন সিদ্দিক, ডঃ কাজী শহীদুল্লাহ, ডঃ এসএম ইমামুল হক, ডঃ সৈয়দ গিয়াসউদ্দীন আহমেদ, ডঃ আশরাফ উদ্দিন চৌধুরী, ডঃ মোঃ খায়রুল হোসেন, ডঃ রফিক উল্লাহ খান, হাসিবুর রশীদ, শরিফ উল্লাহ ভুঁইয়া, বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের মধ্যে ডঃ আ, ফ, ম ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক আবু আহমেদ, ডঃ আবুল খায়ের, ডঃ রাজিয়া আক্তার বানু, ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান, ডঃ জিয়াউস সামস, প্রফেসর আসাদুজ্জামান, প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ, ডঃ আবুল বাশার, ডঃ সৈয়দ রাশিদুল হাসান, প্রফেসর মাসুদা এম রশীদ চৌধুরী, নূরুল আমীন বেপারী, মহব্বত আলী'র নাম শোনা যাচ্ছে। গত নির্বাচনে সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকসহ নীল দল ১২টি পদে জয়লাভ করেছিল। ঈদের বন্ধের পর পরই অনুষদগুলোর ডীন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ৬ মাস পর্বে ডীনদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে।